পথশিশুদের ঠাকুর দেখিয়ে পেট পুরে খাওয়ালেন মহকুমাশাসক

নিজস্ব সংবাদদাতা, দুর্গাপুর ঃ ওদের ঠিকানা দুর্গাপুর স্টেশনের প্ল্যাটফর্ম। ওদের খোলা আকাশের নিচে দিনরাত কাটিয়ে কাটিয়ে বড়ো হয়ে ওঠা। এদের জীবনে আর ৫টা দিনের সাথে উৎসবের দিনগুলোর আলাদা কোনো তফাৎ এতদিন ছিল না। প্ল্যাটফর্মের স্রোতে জীবনের ১৪টি বসন্ত পার করেও রাখু এরো আনন্দ কোনওদিন পায়নি। এবারের শারদোৎসবের প্রথম দিন অর্থাৎ মহাষষ্ঠীর দিনেই ৩৮ জন পথশিশুদের নিয়ে এবং ২২ জন অসহায় প্রবীণ মহিলা ও পুরুষ যারা ভবঘুরে তাদের নিয়ে দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক পুজো পরিক্রমা করলেন। মহকুমাশাসকের এই অভিনব উদ্যোগে সাহায্যের হাত বাড়ালেন বহু সংস্থা। দুর্গাপুর মিনিবাস এ্যাসোসিয়েশনের পক্ষ থেকে এই ৬০ জনকে দুর্গাপুর মহকুমার বিগবাজেটের পুজো মণ্ডপ দেখানোর জন্য মিনিবাস দেওয়া হয়। ষষ্ঠীর সকালটা এই পথশিশু এবং ভবঘুরে প্রবীণদের কাছে একটু নয় অনেকটা আলাদাভাবেই শুরু হল। সকালে এসে প্রথমেই বাটার টোস্ট, কফি আর ডিম সেদ্ধ দিয়ে ব্রেকফাস্ট তারপর বাসে উঠে দুর্গাপুরের একের পর এক বিগবাজেটের পুজোমণ্ডপে দেবীদর্শন। আর পুজো উদ্যোক্তাদের কাছ থেকেও উষ্ণ অভ্যর্থনা। কোথাও কোথাও আবার ঠান্ডা পানীয় আবার কেউ কেউ গরম চায়ে চুমুক দিলেন। তারপর দুর্গাপুরের অভিজাত তিনতারা হোটেল সিটি রেসিডেন্সি-এর পক্ষ থেকে এই ৬০ জনকে দেওয়া হল বৈবাহিক আহারের মেনুটি বিরিয়ানি। আর তারপর একটু আড্ডা। কিন্তু পুজোর এই আনন্দমুখর দিনে তাদের আজ পুরানো জীর্ণ পোশাক পরেও ঘুরতে দেয়নি। দুর্গাপুরের ফ্যাশন শপিং মলের পক্ষ থেকে এদের দেওয়া হয় নতুন জামাকাপড়। আর এতকিছুর মূল নায়ক দুর্গাপুরের মহকুমাশাসক শঙ্খ সাঁতরা। তিনি মহাষষ্ঠীর দিনে এই ৬০ জনের গাইড হয়ে নিজে তাদের সাথে আনন্দের স্বাদ চেটেপুটে গ্রহণ করলেন। শঙ্খ সাঁতরা জানালেন দুর্গাপুরের বহু প্রতিষ্ঠান, স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এবং ব্যবসায়ীদের মিলিত প্রয়াসে এই ৬০ জন যে আনন্দের সাথে মহাষষ্ঠীর দিনে পুজোপরিক্রমা করতে হল। এরা সবাই দারুন খুশি। ওদের জন্য কিছু করবার এই উদ্যোগে সামিল সবাইকে দুর্গাপুর মহকুমা প্রশাসনের পক্ষ থেকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানালাম। পুজোর উদ্যোক্তারাও আন্তরিকভাবে অভ্যর্থনা জানিয়েছেন এদের। ৬০ জনের মুখে আজ খুশির ঝিলিক আর হবে নাই বা কেন কারণ এবারের শারদোৎসব যে ওদের সবার জীবনেই স্পেশাল।

আন্তর্জাতিক মহিলা পুজো কমিটির উদ্বোধন করলেন অভিনেত্রী পায়েল সরকার। নিজস্ব চিত্র

সারদাপল্লীর অরবিন্দপল্লীর থিম সবুজায়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ গাছের কোলে বিরাজ করছেন দেবী। বিশাল এই পৃথিবীকে গাছের মুখে ঢেকে দেওয়া হচ্ছে। গাছ কেটে বসভূমি এই করা হচ্ছে ফলে তৈরী হচ্ছে বিশ্ব উষ্ণায়ন। আর এই সবের মধ্যেই গাছ তাঁর ডাল দিয়ে মাকে আগলে রেখেছে। পৃথিবী সৃষ্টির প্রথম থেকেই তিলে তিলে গাছ কেটে নিজেদের বিপদ ডেকে আনছে এই মানুষই কারণ বৃক্ষ নিধন করে মানুষ আসলে আসতে ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। আর সেই বিপদ থেকেই মানুষকে সচেতন করতে মেমারীর সারদাপল্লী অরবিন্দপল্লী থিম ভাবনায় নিয়ে এসেছে সবুজায়নকে। ৩০তম বর্ষে গাছ রক্ষা, পরিবেশ রক্ষা, জীবকুলকে রক্ষার বার্তা দিচ্ছে তাঁরা। পূর্ব মেদিনীপুরের শিল্পী নয়ন মেটা এই পুজোর মূল ভাবনা, থিম, প্রতিমার দায়িত্বে। পুজো কমিটির সদস্য জানান, মণ্ডপের প্রবেশ পথে থাকছে বিশালাকৃতি একটি ড্রোন এবং সেখানে গাছ কাটা থেকে গাছ লাগানো এমনকি রক্ষণাবেক্ষণ থেকে পরিচর্যার চিত্র মডেল দিয়ে তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও শিশু জন্মাবার পর নতুন গাছ লাগানোর লক্ষ্যে মুখ্যমন্ত্রীর সবুজশ্রী প্রকল্প তুলে ধরা হয়েছে। এছাড়াও মণ্ডপে ঢুকে দেখা যাবে ২টি বড় গাছ সঙ্গে বসভূমি, একটি গাছের কাঠামে মা দুর্গা। গাছ বাঁচাতে গেলে মাটিকে প্রথম দরকার বলে গাছের পাতা মাটির খাঁড় দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভিড় এড়াতে প্রতিমা দর্শনে আসছে কচি-কাঁচা থেকে মহিলারা। এমনকি সেলফি তুলতে দেখা গেল এক যুবক যুবতীকে।

আসানসোল-দুর্গাপুর কমিশনারেট এলাকায় পুজোয় গাইড ম্যাপ ও দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য ক্যাম্পের উদ্বোধন করছেন পুলিশ কমিশনার লক্ষ্মীনারায়ণ মিনা। নিজস্ব চিত্র

৫১৭ বছরের লায়েক বাড়ির পুজো

নিজস্ব সংবাদদাতা, কাঁকসা ঃ কাঁকসার গোপালপুরের লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গা ৫১৭ বছরের প্রাচীন। কে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তা জানা নেই কারো। লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গার রূপ অন্যান্যদের থেকে পৃথক। দেবী এখানে অষ্টভূজাবাহিনী। দেবীর রূপ হাতের মধ্যেও বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেবীর দুটি হাত স্বাভাবিক। বাকি আটটি হাত সোজা কাঁধ থেকে বার হয়েছে এবং হাতগুলি সোজা। হাতগুলি স্বাভাবিকের থেকে ছোট। দেবীর গায়ে মাটির অলঙ্কার দেওয়া হয়। ডাক সাজে সুসজ্জিত হন দেবী। তবে দেবীর মাথায় সোনার মুকুট সোনার চোখ এবং সোনার শাঁখা পরানো হয়। লায়েক পরিবারের সদস্য কাঞ্চন লায়েক বলেন, কথিত আছে লায়েক বাড়ির দুর্গাপুজোয় কোন এককালে নরবলি হতো তবে এর কোন প্রমাণ তারা কখনোই পাননি। তবে ছাগ বলি হয়। দ্বাদশীতে বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। মহাঅষ্টমীর দিন ছাগ বলি হয়। তবে সেই ছাগ হতে হবে সম্পূর্ণ সাদা। বাকি দুই দিন যে বলি হয় সাধারণ যেকোনো রঙের হলেই হয়। পরিবারের সদস্যরা জানান, পূর্বে তাল পাতার পুঁথিতে পুজো হত। সময়ের সাথে সাথে তা নষ্ট হয়ে যাওয়ায় এখন পুরোহিত তার পুঁথি থেকেই পুজো করেন। লায়েক বাড়ির দেবী দুর্গা কাঁকসা ব্লকের অন্যতম প্রাচীন পুজো। দশমীর দিন নবপত্রিকা বিসর্জন দেওয়া হয়ে যায়। দশমীর দিনেই দেবীর মৃন্ময়ী মূর্তির বিসর্জন হয়।

মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়ার অভিযোগ

শ্যামল রায়, নদীয়া ঃ এক রোগীকে মেয়াদ উত্তীর্ণ স্যালাইন দেওয়া অভিযোগ উঠেছে। ওই রোগীর নাম চিত্তর মল্লিক। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে হরিণঘাটায় রানাঘাট ১ নম্বর ব্লক হাসপাতালে। তার বাড়ি পূর্ব মেদিনীপুর জেলার রামনগর এলাকায়। রানাঘাট থানার হরিণঘাটে জাতীয় সড়কের কাছে কাঁচরাপাড়িতে থাকেন বছর ৩০ বয়সের চিত্তরবাবু। খবর পাওয়ার পর নড়েচড়ে বসেছে জেলা স্বাস্থ্য দপ্তর। গোটা বিষয়টি খতিয়ে দেখতে তারা হাসপাতালে একটি প্রতিনিধি দল পাঠিয়েছিল। জেলা মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক তাপস রায় বলেন, ঘটনাটি আমরা শুনেছি। ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তদন্তের রিপোর্ট পাওয়ার পর বিষয়টি পরিষ্কার হওয়া যাবে। তিনি বলেন, এতে রোগীর কোন সমস্যা হবে না। রোগী এখন সুস্থ আছে। তার প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। হাসপাতাল ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ওই দিন বিকালে রানাঘাট ১ নম্বর ব্লক হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। পেটের ব্যথা, বমি এবং পায়খানা হচ্ছিল চিত্তরবাবুর। হাসপাতালে ভর্তি করার পর তাকে স্যালাইন দেওয়া হয়। বোতলের গায়ে লেখা রয়েছে মেয়াদ ২০১৭ সালের মে মাস। এটি ছিল তৃতীয় স্যালাইনের বোতল। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে চিত্তরবাবু বলেন, বোতলের দিকে ছিটুনি ছিল। কয়েক জন আমাকে বলে যাবে। এই ঘটনায় আমার সন্দেহ হয়। বোতলের দিকে তাকিয়ে দেখি স্যালাইনের বোতলটি মেয়াদ উত্তীর্ণ। সঙ্গে সঙ্গে সেটা খুলে ফেলে দিই। পরে নার্স আবার একটি স্যালাইনের বোতল লাগাতে এসেছিল। আমি লাগাতে দিইনি। তারপর আমার কোন অসুবিধা হয় নি। আমি এখন ভালো আছি। এব্যাপারে মুখ খুলতে চান নি রানাঘাট ১ নম্বর ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক সৌমিত্র দাস সরকার। তিনি বলেন, আমি আপনাদের কিছু বলতে পারব না।

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ মঙ্গলবার লায়ন্স ক্লাব অফ নবদ্বীপ শাখার উদ্যোগে শহরের চারিচারাপাড়া বাজার শহরের গরীবদের মধ্যে বস্ত্র ও খাদ্যদ্রব্য বিতরণ করা হল। প্রভাত সান্যাল, সুজিত কুমার দে, সন্দ্রোজ ভট্টাচার্য, অমল দাস প্রমুখ উপস্থিত থেকে এই সব সামগ্রী তুলে দেন। আরও জানা গিয়েছে যে, লায়ন্স ক্লাব অব নবদ্বীপ বিভিন্ন ধরণের সামাজিক কাজ করে থাকে নিয়মিত ভাবে। চক্ষু পরীক্ষা থেকে শুরু করে নানা ধরণের সামাজিক কাজ করে থাকে।

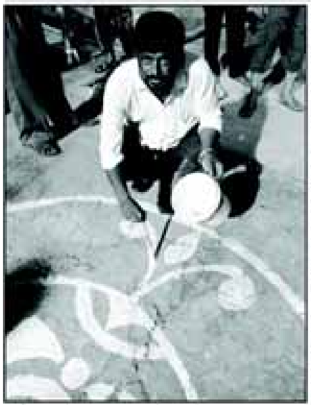

পলসিটে মুসলিম যুবক আলপনা দিচ্ছে দেবী দুর্গার মণ্ডপে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, আরামবাগ ঃ বন্ধুদের সাথে নদীতে স্নান করতে নেমে জলে তলিয়ে গেল এক ছাত্র। মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে আরামবাগ থানার পূর্ব কেশবপুরের মুণ্ডেশ্বরী নদীঘাটে। স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে, তলিয়ে যাওয়া ছাত্রের নাম সেখ সাহা মকবুল (১২) মকবুলের বাবা শাহ মইনুদ্দিন পেশায় দিনমজুর। দুই ভাইয়ের মকবুল বড়ো। এদিন বেলা ১১টা নাগাদ কয়েক জন বন্ধুর সাথে মুণ্ডেশ্বরী নদীঘাটে স্নান করতে যায় মকবুল। স্নান করার সময় সে অসাবধানতার চলে যায় গভীর জলে। মকবুলকে ডুবে যেতে দেখে ছুটে বন্ধুরা খবর দেয় বাড়িতে। শুরু হয় খোঁজাখুঁজি। আরামবাগ থেকে ছুটে যায় দমকল এবং প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের দল। ঘটনাস্থলে পৌঁছান আরামবাগ পৌরসভার পৌরপ্রধান স্বপন নন্দী ও পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি শিশির সরকার প্রমুখ।

কাঁকসায় বিভিন্ন শাড়ি বিতরণ করলেন দুঃস্থ মানুষজনদের। নিজস্ব চিত্র

নবদ্বীপের প্রাচুর্যনগর যুবসংঘ পরিচালিত দুর্গামণ্ডপ। নিজস্ব চিত্র

পূর্বস্থলী রেল স্টেশন রেজিস্ট্রি অফিস দুর্গোৎসব কমিটির পুজো ঘিরে উৎসাহ-উদ্দীপনা তুঙ্গে

নিজস্ব সংবাদদাতা, নদীয়া ঃ সম্পূর্ণভাবে বৈষ্ণব মতে পুজো হয় পূর্বস্থলী ২ নং ব্লকের পূর্বস্থলী স্টেশন রেজিস্ট্রি অফিস সংলগ্ন দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত পুজোয়। পুজো কমিটির অন্যতম কর্ণধার বিনয় বিশ্বাস, দেবাশীষ চ্যাটার্জী, সুভাষ সরকার, স্বপন ভৌমিক প্রমুখ বলেন যে, স্থানীয় মানুষজনকে আনন্দ দিতেই এই পুজোর আয়োজন করা হয়। শুকতারা দুর্গোৎসব কমিটি আয়োজিত এই পুজো দ্বিতীয় বর্ষে পড়ল। এদিন ছিল শিশুদের বসে আঁকো প্রতিযোগিতা। ছিল নানান ধরণের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। সপ্তমীর দিন গরীবদের মধ্যে বস্ত্রবিতরণ অনুষ্ঠিত হবে। এছাড়াও স্থানীয় প্রতিভাবান শিল্পীদের নিয়ে প্রতিদিন জমজমাট সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হবে। পুজোর সাথে যুক্ত সকলেই প্রচার গ্রহণ করছেন। পায়েল বিশ্বাস, কুমা ভক্ত, রমা রায়, মীরা ঘোষ, মিনতি বিশ্বাস, মধু বিশ্বাস প্রমুখ বলেন যে, শিশুর খেলা আমাদের কাছে একটি আনন্দ উৎসব। ষষ্ঠীর দিন পুজো দেখতে দর্শকের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো।

এম. এ. গণি হাসপাতাল
কোর্ট রোড, আরামবাগ, হুগলি
দিবারাত্রী রোগী ভর্তির সুব্যবস্থা আছে।
বিঃ দ্রঃ- স্বাস্থ্যসাথী কার্ড হোল্ডারদের এখানে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে সুচিকিৎসার ব্যবস্থা আছে।
Mobile : 9609538713, 9775781615
Phone : 03211 - 255 222

আরামবাগের সর্ব বৃহত্তম লাইসেন্স প্রাপ্ত সংস্থা
আস্থা ডায়গনস্টিক সেন্টার
Phone : 03211 255-718, 254-334, 9732787180, 9434382153
শুভ উদ্বোধন ৮ই জানুয়ারী ২০১৭ রবিবার
SIEMENS
SPIRAL / 32 SLICE 3D CT SCAN